Registerd No. 15.

# অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ ভাগ | ২৩শে চৈত্র বৃহস্পতিবার সন ১২৭৮ সাল। ইং ৪ঠা এপরেল ১৮৭২ খৃঃ অব্দ। | ৮ সংখ্যা

## অমৃত বাজার পত্রিকা

কলিকাতা।

২৩শে চৈত্র বৃহস্পতিবার।

রেজিষ্ট্রার বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় কয়েক মাসের নিমিত্ত ছুটি লইতেছেন এবং আমরা শুনিলাম ক্যাম্বেল সাহেব তাহার স্থলে এক জন সিবিলিয়ানকে নিযুক্ত করিতেছেন। ক্যাম্বেল সাহেব প্রকৃত আমাদিগকে অবাক করিলেন।

রাজসাহী ও যশোহর ভিন্ন প্রায় সমুদয় প্রধান ২ জেলা হইতে মিউনিসিপ্যাল আইনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত পড়িয়াছে। আমরা শুনিলাম যশোহরে ইহার উদ্যোগ হইতেছে। কিন্তু রাজসাহী বাসীরা কি করিতেছেন, আমরা অবগত নহি। রাজসাহী বিদ্যাতে না হউক ধনে ও সম্ভ্রমে অনেক জেলা অপেক্ষা প্রধান, এখান হইতে দুখানি সম্বাদপত্রিকা প্রচারিত হইতেছে। একটি ব্রাহ্ম সমাজ ও একটী ধর্ম্ম সভা এখানে আছে এবং ধর্ম্ম সভা কর্ত্তৃক বৎসর বৎসর একটি অসাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এ জেলা আবার সুদ্ধ বিস্তর ধনবান জমিদারের আবাস স্থান নহে, সামান্য লোকের অবস্থাও অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এখানে উৎকৃষ্ট এবং মধ্যবিত্ত লোকেরা এখানে অদ্যাপি ভগ্ন দশাপন্ন হন নাই। সুতরাং আমরা প্রত্যাশা করি বাঙ্গালায় যখন যে উত্তেজনার প্রয়োজন হয়, রাজসাহী তাহার অগ্রবর্ত্তী হউন না হউন, অন্য কোন জেলার পশ্চাৎ পড়িয়া থাকিলে উহার পক্ষে ভারি কলঙ্কের বিষয়। আমরা ধর্ম্ম সভাকে বিশেষরূপে উদ্দেশ করিয়া একথাটি বলিতেছি। সভা এপর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে সভা কর্ত্তৃক দেশের বিস্তর উপকার হইবার সম্ভাবনা। সভ্যরা ধর্ম্ম-শাসন রক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের সাধারণের উপকারজনক অন্যান্য কাজও হাতে লওয়া অতি কর্ত্তব্য। রাজনৈতিক নিদ্রা হইতে দেশকে জাগরিত করা ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার বিরুদ্ধ কর্ম্ম নহে। অতএব আমাদের বিবেচনায় ধর্ম্মসভার কার্য্যক্ষেত্র আরও কিছু বিস্তৃত হইয়া রাজনীতি বিষয়ক একটি শাখা সংস্থাপিত হইলে প্রভুত মঙ্গল হইবে। দেশ না রক্ষা করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, ধন সম্পত্তি রক্ষা নাকরিলে জীবন রক্ষা হয় না।

ব্রাহ্মরা জোয়াইণ্টষ্টক কোম্পানি নামক একটি বাণিজ্যাগার সংস্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন। ইঁহাদের মূল ধন ৫০ হাজার টাকা থাকিবে এবং এই নিমিত্ত ১০০ টাকা মূল্যে ৫০০ সেয়ার খোলা হইয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই এবং লাহোর আপাততঃ বাণিজ্যের প্রধান স্থান হইবে। এদেশে গবর্ণমেণ্টের অবিচার, তাচ্ছিল্য, কর্ম্মের অসদ্ভাব এবং সুশিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা এক্ষণ অনেক সুশিক্ষিত লোকের মনে উদিত হইয়াছে। কিন্তু বিদেশী রাজা কর্ত্তৃক দেশ একবারে নির্ধন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অর্থাভাবে উহাতে অনেকে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না। বিশেষতঃ আমাদের এক্ষণ ইংরাজ জাতির সঙ্গে প্রতিযোগী হইয়া সকল ব্যবসায় করিতে হয়। ইংরাজদিগের বিপুল অর্থ আছে সুতরাং আমাদের যৎ সামান্য মূল ধন লইয়া কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া একরূপ বিড়ম্বনা মাত্র। এই নিমিত্ত দশজনে জুঠিয়া একটি ব্যবসায় করার অভাব অনেকে অনুভব করেন। ইহার নিমিত্ত অনেক বার উদ্যোগও করা হয়। ব্রাহ্মরা যদি এবার ইহাতে কৃতকার্য্য হন তবে প্রকৃত দেশের একটী মহৎ মঙ্গল সাধন করিবেন। এ সমুদয় কাজে কৃতকার্য্য হইতে উদ্যোগ, অধ্যবসায়, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা এবং ব্যবসায়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক করে এবং ব্রাহ্ম দিগের মধ্যে ইহার অনেক আছে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় এক্ষণও বিস্তৃত কলেবর ধারণ করে নাই, সুতরাং ব্রাহ্মদের মধ্যে আজও একতা, সদ্ভাব ও বিশ্বস্ততার অভাব হয় নাই। উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ে বোধ হয় পৃথিবীর কোন সম্প্রদায়ই ব্রাহ্মগণকে পরাভব করিতে পারিবে না। তাঁহাদের ব্যবসায় জ্ঞান কত দূর আছে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা একটি বিষয় সন্দেহ করি। ব্রাহ্মদের মধ্য হইতে কি ৫০ হাজার টাকা উঠিবে? আমাদের বিবেচনায় বাণিজ্যাগারের অংশ কেবল ব্রাহ্মদের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিলে সর্ব্বাংশে ভাল হয়।

আণ্ডামান দ্বীপে দ্বীপান্তরিত কয়েদী দিগের মধ্যে অনেক কয়েদীকে সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষীয়রা সমুদ্রে মৎস্য ধরিতে নিযুক্ত করেন। ইহাদের নয়জন সুযোগ মত এক জেলে ডিঙ্গিতে দ্বীপ হইতে পলায়ন করে। ইহারা ভাসিতে ভাসিতে নির্বিঘ্নে ভারত বর্ষের কুলে আসিয়া উপস্থিত হয়। আণ্ডামান দ্বীপের কর্ত্তৃপক্ষীয়রা এবিষয় আর গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন না, গোপন করেন। দৈবাৎ এক ব্যক্তি ইহাদিগের একজন কয়েদীকে চিনিয়া সে পালাইয়া আসিয়াছে বিবেচনায় তাহাকে পোলিসে অর্পণ করে। সেখানে গিয়া ধৃত ব্যক্তি সমুদয় প্রকাশ করিয়া দেয়। তখন গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় আণ্ডামানে লিখিয়া জানিলেন যে ৯ জন কয়েদী বাস্তবিক পালাইয়াছে। অপর আট জনের অদ্যাপি কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক কাণ্ডটি ভারি অদ্ভুত। ক্ষুদ্র একখানী নৌকা আরোহণ পুর্ব্বক কেবল ঈশ্বর এবং সমুদ্রের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়া পৌরাণিক ইতিহাসে আমরা পাঠ করিয়া থাকি।

কৃষ্ণনগরে জন কয়েক যুবকের উদ্যোগে একটী পান্থশালা সংস্থাপিত হইয়াছে। এখানে পথিকেরা ইচ্ছামত প্রয়োজন হইলে শয়নের স্থানও প্রাপ্ত হইতে পারেন। পান্থশালার তত্ত্বাবধায়ক গণ অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশে এটী সংস্থাপন করেন নাই। এদেশে পান্থশালার ভারি অভাব, লোকের ইহার নিমিত্ত অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয় এবং তাঁহারা কেবল এই অভাব ও কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত এটি সংস্থাপন করিয়াছেন। পান্থশালায় উপস্থিত ব্যক্তি গণের যাহাতে সুবিধা হয় ইহারা সেইরূপ বন্দবস্ত করিবার যত্ন করিয়াছেন। এখানে দ্রব্যাদি উত্তমরূপ প্রস্তুত হয়, ভৃত্যেরা আজ্ঞাধীন, কর্ম্মঠ এবং প্রভুভক্ত। হিন্দু সমাজ বিরুদ্ধ কোন বিষয় এখানে আচরিত হয় না, অথচ আহারাদির ব্যয় অতি সামান্য পড়ে।

আমরা শুনিলাম দিনাজ পুরের মুন্সেফ যে অন্যায় পূর্ব্বক পদচ্যুত হইয়াছেন তাহা হাইকোর্টের প্রতীতি জন্মিয়াছে এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার কর্ম্মে বহল করিবার উদ্যোগ হইতেছে! শ্রীযুক্ত ক্যাম্বেল সাহেব সম্ভবতঃ আর একটি আহার পাইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে মাগুরার মুন্সেফের বিষয় লিখিয়াছি। তাহার অপরাধ, তিনি ঝিনিদহার মাজিষ্ট্রেট ওয়ালারের বিরুদ্ধে একটি মকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন এবং রায়ে প্রসঙ্গ ক্রমে ওয়ালার সাহেবের বিচার সম্বন্ধে কিছু দোষার্পণ করেন। এই নিমিত্ত তিনি ক্যাম্বেল সাহেবের কোপে পড়িয়াছেন। গিরিশ বাবু দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করিতেছেন এবং আমরা শুনিলাম যে যদি লেফটনাণ্ট গবর্ণর তাহার উপর কোন অন্যায়াচরণ করেন তাহা হইলে হাইকোর্ট মুন্সেফ বাবুর সপক্ষতা করিবেন।

রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর গবর্ণমেট হাউসে গুপ্ত দ্বার দিয়া প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডিহিরিতে একজন ইঞ্জিনিয়ার জেলখানার নিকটে একটি খাল খনন করাইতেছিলেন। উপরের মাটি অত্যন্ত শক্ত দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধান্ত করিলেন যে একস্থান খনন করিয়া সেখান হইতে নীচে দিয়া খুঁড়িতে থাকিলে উপরের মাটি অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইবে। এই কর্ম্মে ১৬ জন কয়েদীকে নিযুক্ত করা হয়। নীচের মাটি কতক দূর কাটা হইলে উপরের মৃত্তিকারাশি সহসা কয়াদিদিগের উপর চাপিয়া পড়ে। ইহাতে দুইজন কয়াদির প্রাণ নষ্ট ও অপর কয়েকজন

আঘাত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট এই দুর্ঘটনাটির কিছু মাত্র প্রকাশ করেন নাই। এরূপ ঘটনাতে ইঞ্জিনিয়ারের অবশ্য কোন মন্দ অভিসন্ধি ছিল না। তিনি যে পরামর্শ স্থির করেন তাহা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় নহে। তবে কত নীচে দিয়া কাটিতে থাকিলে উপরের মাটি আপনভারে আপনাপনি পড়িয়া যাইবে না, এই বিষয় তাঁহার ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত ছিল। যাহাহউক এরূপ ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এবিষয় গোপন করার কোন কারণ ছিলনা। এটি প্রকাশ করিয়া দিলে এই একটি মহৎ উপকার হইত যে আর কোন ইঞ্জিনিয়ার এরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না।

---

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের মেল গাড়ী কুমার খালী ষ্টেশনে না থামায় সেখানে লোকের ভারি অসুবিধা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা প্রেরিত স্তম্ভে এক খানি পত্র প্রকাশ করিলাম। বস্তুতঃ কুমার খালি যে রূপ বর্দ্ধিষ্ণু ও বাণিজ্য প্রধান স্থান, এখানে দিনের মধ্যে মোটে দুই বার গাড়ী লাগান অতিশয় অন্যায়। রেলওয়ে কোম্পানিরও তাহাতে বিস্তর ক্ষতি হয়। আমরা প্রিষ্টেজ সাহেবকে অনুরোধ করি তিনি অন্ততঃ কোম্পানীর স্বার্থের নিমিত্ত পত্র প্রেরকের প্রার্থনার প্রতি মনোযোগ দিবেন। কিন্তু কুমার খালি বাসীরা এক কাজ করুন। তাঁহাদের সম্প্রতি যে সভা হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রিজষ্টেজ সাহেবের নিকট এক খানি দরখাস্ত করুন, তাহাহইলে তাঁহারা কৃত কার্য্য হইতে পারিবেন। রাণাঘাটে মেল গাড়ী থামিত না। কিন্তু তথাকার অধিবাসিরা দরখাস্ত করায় প্রিষ্টেজ সাহেব তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

---

চুঁচড়ায় সম্প্রতি লীলাবতী নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। লীলাবতী নাটক বোধ হয় বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ সকলেই পড়িয়াছেন সুতরাং উহার আর এক্ষণ নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। অভিনয়টি অতি সুচারু পূর্ব্বক হইয়াছিল॥ বিশেষতঃ হর বিলাস নিজ অংশ উত্তম রূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। ললিত মোহনের লীলাবতীর নিকট বিদায় কালীন বালকের ন্যায় রোদন এবং শোকাবেগে অস্থির হইয়া পরস্পারের পদ্যেতে কথা বার্ত্তা বড় স্বাভাবিক হয় নাই। নদের চাঁদের স্বভাবটিও সম্পুর্ণরূপে বিকসিত হইয়াছিল না। হেম চাঁদের অভিনয়টি উত্তম হইয়াছিল॥ লীলাবতী, নাটকের নায়িকা, সুতরাং ইঁহার অভিনয়টি সর্ব্বাংশে ভাল হওয়া অতিশয় কর্ত্তব্য এবং সে বিষয়ে চুঁচড়ার অভিনেতৃ গণ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন॥ লীলাবতীতে রূপের, সরলতার, বুদ্ধির, ধৈর্য্যের ও অন্যান্য সৎ গুণের মাধুর্য্যতা সম্পুর্ণে রূপে বিকসিত হইয়াছিল॥ লীলাবতী বোধ হয় শ্রোতা দিগের সকলের নিকট প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি যখন প্রলাপাবস্থায় ললিতের নিমিত্ত উন্মত্ত হইলেন, তখন বোধ হয় সকলেই অশ্রুঃনিক্ষেপ করেন॥ কিন্তু ইহার ক্ষণ পরেই আবার স্বাভাবিক ভাবে শারদার সঙ্গে বাক্যালাপটি স্বাভাবিক হয় নাই॥ লীলাবতীর স্বরটিও সম্পুর্ণ বামাস্বর হইয়াছিল না॥ শারদা ও ক্ষীরোদ বাসিনীর অংশও সুচারু পূর্ব্বক অভিনয় হইয়াছিল॥ তবে শারদাকে ঠিক স্ত্রীলোকের মত দেখা যাইতে ছিল না॥ রঘুয়া যে প্রকৃত উড়ে না তাহা যখন আমরা শুনিলাম তখনও আমাদের বিশ্বাস হইয়াছিল না॥ এটি অতি চমৎকার হইয়াছিল॥ শ্রীনাথের অভিনয়ে কিছু মাত্র দোষ দৃষ্ট হয় নাই প্রত্যুত এটিও চমৎকার হইয়া ছিল॥ যাহা হউক আমরা নাটক অভিনয়টি দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া আসিয়াছি॥ যদিও ইহা সম্পূর্ণ রূপে দোষ শূন্য হয় নাই তথাচ এদেশে যত উৎকৃষ্ট২ অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এটি একটী॥

---

## ইনকমট্যাক্স।

আমরা শুনিতেছি এবৎসর ইনকম ট্যাক্স উঠিয়া যাইতেছে। তাহা হইলে দেশের আবার আর একটী বিপদ উপস্থিত। সেস কর দ্বারা দেশের আবাল বৃদ্ধের উপর একটী ভয়ানক ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মিউনিসিপাল আইন দ্বারা লোকের উপর আপাতত তিনটী নূতন ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইতেছে। আবার ইনকম ট্যাক্স উঠিয়া গেলে তাহার স্থলে আর কি একটি ভয়ানক ট্যাক্স হয় বলা যায় না। ফল ইংরাজেরা আঁচা চালাকি করিয়া নিজ স্বার্থ সাধন করিয়া লইলেন। সাহেবেরা এ দেশের অধিকাংশ টাকা গ্রহণ করেন, অথচ কস্মীন কালে সাক্ষাৎ ভাবে গবর্ণমেণ্টকে একটি পয়সা কর দেন না। ইনকম ট্যাক্স দ্বারা ইহাদের সকলের তহবিলে হাত পড়ে। তাহাদের ছট ফটানি ধরে। ইনকম ট্যাকস দ্বারা ভয়ানক অত্যাচার হইতেছে বলিয়া সাহেবেরা ধুয়া ধরিয়া দেন, দেশীয় গণকেও বলেন যে তাহাদের উপর অত্যাচার হইতেছে। তাহারা সাহেব দের কান্নায় কান্না ধরেন॥ এক্ষণ ইনকম ট্যাক্স উঠিয়া যায়। সাহেব দিগের আর এক পয়সা ও কোন গতিকে গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে না। সর্ব্ব প্রকার ট্যাক্স আমাদের ঘাড়ে চাপিবে। ফল এ দেশীয়রা যে কেমন করিয়া ইংরাজদিগের চালাকিতে পড়িলেন তাহা ভাবিয়া আমরা অবাক হই। সেসকর সম্বন্ধে কি কোন ইংরা আমাদের হইয়া একটী কথা বলিয়াছেন? অথচ এমন অত্যাচারী কর এদেশে কখনই হয় নাই। বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যালিটি আইন দ্বারা দেশ উচ্ছিন্ন যাইবে এবং একটি ইংরাজ তাহার বিপক্ষে বা কিছু বলিতেছেন? এমন কি উচ্চতর শিক্ষা উঠিয়া গেলে দেশের সর্ব্বনাশ হয়, কিন্তু প্রায় ইংরাজী সম্বাদপত্রের সম্পাদকেরা গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের পোষকতা করেন। এদেশী ইংরাজেরা আমাদের এইরূপ সুহৃদ এবং ইহার চিহ্ন আমরা পদে পদে পাইয়া আবার কেমন করিয়া এই ইংরাজদিগের কথা প্রত্যয় করিলাম! বর্ত্তমান নিয়মানুসারে যাহার ৭৫০ টাকা আয় তাহার শতকরা এক টাকা হিসাবে ইনকম ট্যাক্স দিতে হয়। এই নিয়মে এ দেশীয় নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মোটে ট্যাক্স দিতে হয় না। ইনকম ট্যাকস দ্বারা যদি কিছু অত্যাচার হয় তবে সে বড় মানুষের এবং ইংরাজদিগের উপর। এটি গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর ইনকম ট্যাক্স সম্বন্ধীয় রিপোর্ট দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। গত বৎসর যখন ইনকম ট্যাক্স লইয়া তর্ক হয়, তখন অনেক ইংরাজ সভাতে স্পষ্ট করিয়া এটি দেখাইয়াছেন যে ইন্‌কম্‌ট্যাক্স কর্ত্তৃক যত অত্যাচারের কথা শুনা যায় প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। ইংরাজ দিগের অধিকাংশের ট্যাক্স দিতে হয় এবং এই নিমিত্ত তাহারা ইহা লইয়া এত গোল করেন। ইনকমট্যাক্স ইংরাজ মাত্রেরই দিতে হয় সুতরাং ইহা লইয়া গোল করা তাঁহাদের সকলেরই স্বার্থ। সুতরাং তাহারা সকলেই ইনকমট্যাক্সকে অত্যাচারের চূড়ান্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। এবং নির্ব্বোধ বাঙ্গালিরা সেই সঙ্গে অত্যাচার অত্যাচার বলিয়া ধুয়া ধরেন। ইনকমট্যাক্স দ্বারা এ দেশের আর একটি মহৎ মঙ্গল সাধিত হয়। যখন ইংরাজেরা আমাদের সঙ্গে এদেশের রাজনৈতিক বিষয়ে আন্তরিক যোগ দিবেন, তখনই এদেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে আরম্ভ হইবে। আমেরিকাকে ইংরাজেরা ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে উদ্ধার করেন, অষ্ট্রেলিয়াতে পার্লিয়েমেণ্ট সংস্থাপিত এবং অন্যান্য যেউন্নতি হইয়াছে তাহার কারণ কেবল ইংরাজেরা। যখন ইংরেজেরা ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি করিবেন, তখনই আমরা রাজনীতি বিষয়ে উন্নত হইব। এবং যখন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উভয় ইংরাজ ও বাঙ্গালী সমভাবে নিষ্পীড়িত হইবে, তখনই এই যোগটি হইবার সম্ভাবনা। ইনকম ট্যাক্স দ্বারা সেই মঙ্গলটি সাধিত হইয়াছিল। এদেশের আয় ব্যয় সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। এক্ষণ কেবল ইংরাজদের প্রসাদাৎ উহার অনেক বিষয় সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ভাণ্ডারে যে ১৮ কোটি টাকা সঞ্চিত আছে

এবং গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক হিসাবে ভুল করিয়া এ দেশের অধিকাংশ টাকা নানা বাবে যে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেছেন তাহা আমরা ইংরাজ গণের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি। এ দেশের আয় ব্যয় অনুসন্ধান নিমিত্ত ইংলণ্ডের মহাসভা হইতে যে কমিটি বসান হইয়াছে তাহারও মূল ইনকমট্যাক্স। সুতরাং এই ট্যাক্স যদি রহিত না হয়, তবে আমরা ইংরাজদের যোগে আমাদের দেশের আয় ব্যয়ের উপর দৃষ্টি করিতে পারিব এবং ক্রমে দেশ শাসনের ভার প্রাপ্ত হইব। কিন্তু আমরা কেবল নির্ব্বুদ্ধিতাজন্য এই শুভ ফল হইতে বঞ্চিত হইতেছি এবং আমাদের স্কন্ধে ট্যাক্স দশ গুণ বৃদ্ধি করিতেছি। যাহা হউক ইনকমট্যাক্স দ্বারা যে দেশে মঙ্গল হইতেছিল এদেশীয়েরা অনেকে এখন তাহা বুঝিয়াছেন। অনেকে এখন ইনকমট্যাক্স উঠিয়া যাইবে শুনিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। ব্রিটিসইণ্ডিয়ানএশোশিয়েশন যেমন দরখাস্ত করিয়াছেন জন সাধারণ হইতে সেই রূপ আর এক খানি দরখাস্ত পড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহাই বলিয়া ইনকমট্যাক্স সম্ভবতঃ উঠাইতে পারেন যে ইহা দ্বারা লোকের প্রতি অত্যাচার হয়। এবং ইংরাজেরা আপনাদের স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত এইটি গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দিয়াছেন॥ এক্ষণ যদি আমরা সকলে গবর্ণমেণ্টকে বলি যে ইনকম ট্যাক্সে আমাদের আপত্তি নাই, তবে সম্ভবতঃ উহা আর উঠিয়া যাইবে না। আমরা ভরসা করি, যাহারা নিজের ও দেশের মঙ্গল চান তাহারা সকলি ইহাতে মনোযোগী হইবেন॥ এই ট্যাক্স থাকিলে (১) সাধারণ লোকের উপর উহার ভার পড়িতেছে না। কারণ সাড়ে শাত শত টাকা আয়ের উপর ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া আমাদের আট শত লোকের মধ্যে কেবল এক জনকে ট্যাক্স দিতে হয়॥ (২) আমাদের স্বার্থে ইংরাজ দিগকে ব্রতী করিতে পারিতেছি॥ [৩] এবং তাহা হইলে দেশের রাজ নীতিতে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম হইতেছি॥ ইনকম ট্যাকস দ্বারা কিছু কিছু অত্যাচার হইত, কিন্তু তাহা আর এক্ষণ প্রায় নাই। আবার যদি ট্যাকস নির্দ্ধারণের নিম্নস্থ অঙ্ক হাজার টাকা সাব্যস্থ হয় তবে আর একটিও অত্যাচার হইবে না। যদিও কিছু অত্যাচার হয়, তাহা প্রজা সাধারণের উপর নহে॥

এই প্রস্তাবের বর্ণ যোজনা হইলে, আমরা কোন বিশ্বস্ত সুত্রে জানিতে পাইলাম যে ইনকম ট্যাকস রাখিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারী ডিউক অব আরগাইল টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাঠাইয়াছেন॥

---

A National School for the cultivation of Arts, (*drawing and modelling.*) Music, and for Physical Training will be opened from the 1st of April next at the premises of the Calcutta Training Academy, No 13 Cornwallis Street. For admission apply to Babu Nobogopal Mitter.

---

We have been informed from a most credible source that the Duke has by a telegran approved of the retention of the income tax.

---

The following is from the Indian Public Opinion :—

Baboo Keshub Chunder Sen, under the impression that he is "some great one,, recently wrote to his friend the queen to say that he was much pleased to hear that her son had recovered from fever. The queen's Secretary was fool enough to show Her Majesty the Baboo's impertinence, and she, poor lady, was simple enough to permit her Secretary to reply. A cheeky Baboo who perpetrates such an unpardonable piece of impudence commits an offence against society, and deserves to be well kicked.

The Qeen did what every good Sovereign ought to do. She honored the nation by condescending to honor a private native gentleman. Such out-pourings of our contemporary can only proceed from a bleeding heart, and every humane person ought to pity him for his intense sufferings.

---

The Editor *Bengallee* takes to defend Mr. Sterndale, the Vice Chairman of the Calcutta Suburban Municipality against his own countrymen. The case stands thus: there is V. C. Sterndale an European who is supposed by 500 natives at least, to be not quite fit for the post he holds and oppressive to the ratepayers. The natural inclination of every native must be to side with the latter, and whoever can conquer such an inclination for the sake of justice is not a man but a god. If the *Bengallee* found the charges against Mr. Sterndale untrue and supported him for the sake of justice and fair play, our contemporary did what a high souled man alone could do. But the sense of justice of our contemporary will be best known by the fact that he founds his defence of Mr. Sterndale upon the statements of a friend of his, who knows every creek and corner of the Suburbs. This 'Wandering Jew,' for we believe it is beyond the power of ordinary men to know *every* creek and corner of the Suburbs of Calcutta, informs our contemporary that Mr. Sterndale constructed this road and repaired that lane &c. &c. to the great comfort of the residents. Now we crave permission to ask a few questions. Who knows that the "friend" actually knows every creek and corner of the Suburbs? Who knows that our contemporary has actually any such friend and that he was at all informed by any man whatever on the subject? Who knows that the friend at all spoke the truth and that he was not a creature of Mr. Sterndale? Who knows that the construction of th e roads &c. &c· have added any comfort to the residents? Against these statements we have the direct testimony of such men as Babu Cally Mohon Dass, Rev. S. C. Ghose, Rev Kerry and hundreds of other highly respectable men. The ratepayers themselves headed by a leading man of the bar and Missionary gentlemen loudly condemn the proceedings of Mr. Sterndale, but our contemporary's sense of Justice does not allow him to believe them, he believes his friend who knows every creek and corner of the suburbs, leaves his own countrymen and goes over to the side of an alien. The very same number of the *Bengallee* contains a conclusive proof of the carelessness of Mr. Sterndale as regards the disposal of the municipal revenue. Mr. Sterndale gives long advertisements to our contemporary and any man can see who chooses to satisfy himself that the *Bengallee* of the 23rd ult not only contains a long leader in defence of Mr. Sterndale but several Suburban Municipal advertisements. As the *Bengallee* has a small circulation, if any, in the Suburbs, it is quite incomprehensible why Mr. Sterndale should select its columns in preference those of to the *Patriot*, *Mirror*, & the *Amritabazár puttrika* for advertizing Municipal notifications Ofcourse malicious people will try to connect the advertisements with the defence, but we cannot conceive that our contemporary could stoop so low as that. In spite of what the *Bengallee* might say, the fact remains that highly respectable men, Christian Missionaries, European gentlemen, apathetic Bengalles have formed themseves into an association, the object of which is to defend themselves from the oppressions of the Suburban Municipality which is under the charge of Mr. Sterndale. No amount of advertizement can wash off such a fact.

---

The Bengal Budget—The Budget estimate of the year may be shown thus:—

| Revenue. | Disbursement. | Surplus. |
|---|---|---|
| 1,49,54000 | 1,47,81,700 | 1,72,300 |

These one lac and seventy two thousand remain available to the State for necessities arising during the year. The *jamma* arises from three sources: Imperial grant Rs. 1,18,82000, savings Rs 8000,00, expected receipts from provincial Departments Rs 22,72,000, total Rs 1,49,54000 as shown above. The Imperial grant as our readers are aware is a constant amount. Of the savings, Rs 475000 have been saved from the P. W. Departments, the remainder about 3 lacs and a quarter from all other Departments. The following table shows the comparative statement of the gross assignments for each of the Bengal Provincial services in the years 1871,72 and 1872,73 :—

| Department. | 1871-72. | 1872-73. |
|---|---|---|
| Police ... | 54,75,000 | 53,51,700 |
| Jails ... | 18,83,000 | 18,24,000 |
| Registration. ... | 3,79,393 | 3,36,000 |
| Education ... | 22,67,500 | 23,29,600 |
| Medical ... | 10,34,000 | 10,00,000 |
| Printing ... | 3,00,000 | 3,13,000 |
| Local establishments. | ..... | 2,00,000 |
| Public-Works. ... | 34,32,039 | 34,27,400 |
| Total ... | 1,47,70,932 | 1,47,81,700 |

The Lieutenant Governor began last year with a deficit of 18 lacs, and not only has His Honor succeeded by his able management in cövering the deficit but he has shown a saving of 8 lacs. Thus the Lieutenant Governor has succeeded by a close supervision in saving 25 lacs from one and a quarter of a crore, the total amount that was at his disposal last year. This single fact clearly shows the immense advantage of the decentralization of the finances and the extravagance carried on in almost every department under Government. If the Supreme Government had been more liberal in its policy towards the Provincial States, we doubt not a great deal of saving might have been effected and the necessity of many vexatious imposts would have ceased. It would then require no finance committee in England to restore the finances of the country into order. One great advantage of these assignments is that we have not to cherish and augment a cash balance. The cash balance system holds out a strong demoralizing inducement to Departmental heads to spend fast every year the amount placed at their disposal. But here in these Provincial budgets we see that the amount saved has been placed at the credit of Government. In the case of the Supreme Government such a sum would have been locked up perhaps for ever in its iron safes. One cheering feature of the Budget is that there will be no additional taxation this year. We thank the Lieutenant Governor for it. Yes, there will be no additional taxation this year except the road cess. We may expect a variety of imposts next year we mean the new municipal imposts, but this year there will be no additional taxation with the exception of the road cess. Indeed the operations of the road cess have only commenced and no revenue can be expected from that source for few months to come but it will come and that within this year. The statement therefore that there will no new taxation this year must be received with some reservation. It is true that the revenue realised from local rating must be applied for local purposes only, but it is all the same to the people; they will have to pay in hard cash. Even the statement that the road cess fund is to be applied for local works has little value in it. If it is not very hard to distinguish local from imperial works it is very easy to confound them. The tendency of the Government has been and we fear will be to throw the burden of imperial works upon the people and to starve the Public Works Department in proportion as the District fund increases. Some time ago Goverment had without reserve declared thtt it was not bound to give education to the people, the same Government would find no difficulty in saying that there were no public works properly so called in Bengal. The money thus saved may be employed in feeding other departments. So tho' Goverment may apparently apply the local fund for local purpose it may thus take advantage of them indirectly to apply it for provincial services. But of this in a seperate article. We are surely grieved to see that any deduction from the assignments for jails should have been made. The prisoners, criminals though they are, lead a most wretched life. They enter the jails as criminals no doubt but return not reformed but completely and thoroughly demoralized. We expect the civilized English Government to be more humane to their prisoners. Criminals all of us are, the only difference being that we go undetected while the poorer and more ignorant portion cannot. Any additional hardship imposed upon the prisoners would increase the already fearful mortality of the inmates of Indian Jails. We are glad to see that Rs. 123, 300 have been deducted from the Police assignment tho' half of the this deduction is nominal.

---

Education Budget—That veteran and experienced Director of Public Iustruction Mr. Atkinson, that good man has been at last silenced. He has bravely fought for progress, education and native advancement and it was only on account of his bold opposition that Government could not so long inuagurate its anti-edution policy. As long as there was Mr. Grey to support him he fought most successfully with the supreme Government. Now left alone he leads a very hard life with such an unforgiving superior as Mr. Campbell is. His Honor cares very little for the feelings of his subordinates. He made the members of the Revenue Board weep by his severe criticisms. He has again, poured the vial of his wrath upon the unfortunate Director of public instruction, and not only that, published to the world his letter which contains the condemnation of that high officer for the information of the public. Now this letter of the 9th June which M. Campbell has appended to his budget päpers contains no other important fact worth knowing, except the chastisement that he has heaped upon his Educational subordinate. This fact alone shows how regardless His Honor is of the feelings of others and what ungenerous advantage he takes of his position as head of the Province. If his Honor was so inclined to publish his letter containing such severe strictures, he should have for fairness' sake published also the reply of Mr. Atkinson along with it. He says "you have been very distinctly told that it is not the policy of the Government to devote a disproportionate amount of its funds to higher education. In the face of that declaration your proposal to increase the grants to the colleges and higher English schools, without any corresponding increase of receipts, is wholly unjustifiable" With this letter the Lieutenant Governor also laid for the direction of the Director a scale showing the distribution of the total budget grant for education. In this scale he proposed to deduct Rs. 600 from Colleges, 6000 from Government schools and to increase the patshalla grant from 13,00,00, to 18,00,00. But after the budget committie's Report and the explanation of the Director the Lieutenant Governor was induced to reconsider the matter and increase the grant to Higher schools. Still the grant was practically 10000 less than that of the last year. The effect of this distribution is thus candidly expressed by His Honor himself. "Speaking roughly the effect of this distribution will be to take about Rs. 50000 from the government grants for the ordinary branches of higher English education and to add a like amount to the grant for the lowest schools or patshallas." Here is a candid avowal of the deliberate policy of government; Mr. Campbell purposes to starve High education to cherish the lowest indigenous schools. Now mark countrymen, what opinion His Honor himself holds of these elementary-language-teaching patshallas. About 5 months ago Mr. Campbell wrote a minute shewing the danger of teaching elementary language to the people of lower orders, and urged the advisability of teaching them pratical arts. His Honor wrote "in France the excess of the literary aud the petty functionary has become an increasing danger to social order, and in one country of Southern Europe, every peasant's son thinks himself destined to be if not a minister of state at least a lawyer or a doctor and he will not condescend to manage a farm or keep a shop. Bengal is likely to fall in the same danger. Again: "the happiness neither of a nation nor of the individual consists in taking a man out of his class and a peasant with a smattering of book learning will seek his fortune in the capital and despise the rough and homely

labor of the field, from whence he came." Now fancy a ruler holding such an opinion, starving high education for the sake of imparting a smattering of book learning to the people. We are really amazed and confounded. But practically the Lieutenant Governor has done much more than taking Rs. 50000 from higher school grants for the benefit of patshalla education. He has directed to open surveying and drawing classes in all colleges and higher schools, and has not given a seperate grant for them. The effect of such a course will be to reduce the status of the colleges and higher English schools. It was to effect this that so many professorships were abolished. The grant for colleges in 71-72 was 5, 50, 600 in 72-73 it is 5,50,000 of which Rs. 20,000 has been set apart for the benefit of the surveying classes. The grant for higher class English schools was 2,65, 500 it is to be this vear 2,85,000 but from which if we deduct Rs. 30,000 set apart for the surveying classes the nett grant for general education will be Rs10000 less than that of the previous year. So not only not the grant was increased as was t he custom hitherto but a large sum has been actually deducted from the grant for higher English education. Then again in the distribution of the scholarships His Honor has dealt a fatal blow at general education. From the sum of Rs 128000 the scholarship grant for the year Rs, 5,00,00 have been set a part for the surveying classes. Such is the education budget of this year. Now countrymen, will you tamely submit to this or make can effort, proportionate to the gigantic interests at stake. If this does not move you perish all of you and you deserve no better, but if you have a spark of life in you yet, try again. The Duke is on our side, but it must be unmistakeably shown how deeply we feel the barbarous attack of our Government against progress and enlighttenment. Frist of all we must tender a vote sympathy for Mr Atkinson; and then Lord Northbrook is coming. His Lordship stays in the metropolis a short time only, cant we besiege him in his house as the Indigo Ryots did Mr Grant?

---

আমরা হিন্দুহিতৈষিণী পাঠে অবগত হইলাম যে আগামী বৈশাখ মাসে দেন ডিক্রিতে ঢাকাপ্রকাশ যন্ত্র বিক্রয় হইবে। এটী ভারি দুঃখের সংবাদ। আমরা ভরসা করি ঢাকা প্রকাশ ইহাতে বিপদাপন্ন হইবেন না। আজ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ঢাকা প্রকাশ দেশের মঙ্গলোদ্দেশে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম ও যত্ন করিতেছেন এবং ইহা দ্বারা আমাদের দেশের বিস্তর উপকার হইয়াছে। এক্ষণ অর্থাভাবে যদি এরূপ একখানি স্বাধীন, তেজীয়ান, দেশহিতৈষী পত্রিকা উঠিয়া যায় তবে শুদ্ধ পূর্ব্ব বাঙ্গালা বাসী দিগের কলঙ্ক ও ক্ষতি হইবে না, কিন্তু সমুদয় দেশবাসী এ কলঙ্কের অংশী ও ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন

---

গত শনিবারে ঢাকায় রামাভিষেক নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে এক জন বন্ধু লিখিয়াছেনঃ—

"অভিনয় দেখিতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়॥ অনেক অনেক প্রধান মুসলমান, ঢাকার ডিষ্ট্রিকট সুপারিনটেনডেণ্ট, পোগোজ সাহেব এবং অন্যান্য কয়েক জন খৃষ্টান উপস্থিত হন এবং সকলেই অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন॥ সুপারিনটেনডেনট সাহেব এমন আনন্দিত হন যে তিনি বলেন যে আবার যখন অভিনয় হইবে তখন আমি মেম সাহেব দিগকে আসিতে বলিব॥ এবং পোগেজ সাহেব বলেন যে অভিনয়ের টিকিট কিনিতে যে পাঁচ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা তিনি অতি সৎ কার্য্যে লাগাইয়াছেন। সকল বিষয় অতি সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে॥ অভিনেতৃগণের মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, মহুয়া, দশরথের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল অভিনয় হইয়াছিল বটে কিন্তু কাহারও মন্দ হয় নাই।"

এত অর্থ, এত যত্ন, পরিশ্রম করিয়া যে ঢাকার অভিনয়টী সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে ইহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

### লর্ড নর্থ ব্রুক।

আমাদের নূতন গবরণর জেনারেল ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছেন এবং সত্বর ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবেন। আমাদের এ ক্ষণ এক২ নূতন গবর্ণর জেনারেলের আসিবার সময় হয়, আর ভয় হয় বিধাতা আবার না জানি আমাদের অদৃষ্টে কি লিখেন॥ এক এক জন নূতন গবর্ণর ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, আর আইন, কানন, মিনিট বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন এবং শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। এই পরিবর্ত্তনের বেগে আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। সুতরাং লর্ডনর্থব্রুক আসাতে আমাদের আর আমোদ নাই, প্রত্যুত আবার নাজানি আমাদের অদৃষ্টে কি আছে সেই ভয়ে হৃদয় থর থর করিয়া কম্পবান হইতেছে॥ তবে সম্ভবতঃ তিনি ভাল লোক হইবেন, নতুবা ক্যাম্বেল সাহেবের হস্ত হইতে আর আমরা বাচিঁ না। বিধাতা বিপদ কালে বন্ধু প্রেরণ করিয়া থাকেন।

লর্ডনর্থব্রুকের পূর্ব্ব পুরুষেরা ওলেন্দাজ ছিলেন। ইঁহাদের বংশের নাম বেরিং। ফ্রাঞ্জ নামক এই বংশোদ্ভুত এক ব্যক্তি লণ্ডনে ধর্ম্ম প্রচারক পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পুত্র জন কাপড় প্রস্তুতের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। জনের দ্বিতীয় পুত্র ফান্সিস, ফ্রানসিস বেরিং এণ্ড কোং নামক একটি বাণিজ্যাগার সংস্থাপন করেন। পরে এটি ফ্রানসিস ব্রাদার এণ্ড কোং উপাধি প্রাপ্ত হয়। কালে এই বাণিজ্যালয়টি অর্থ ও পদ গৌরবে জগত বিখ্যাত হইয়া উঠে। আমাদের নূতন গবর্ণর জেনারেল এই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ১৮৬৪ সালে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন।

লর্ড নর্থ ব্রুক প্রায় ২০। ২৫ বৎসর অবধি নানা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজ মন্ত্রীদিগের প্রাইবেট সেক্রেটরি পদে থাকিয়া কাজ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অণ্ডার সেক্রেটরি পদেও ক্রমাগত ২ বৎসর কাজ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষের কতক কতক রাজকার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এখানে উপস্থিত হইতেছেন।

তবে ভারতবর্ষে সুশাসন করা শুদ্ধ শিক্ষার কাজ নয়। ভারতবর্ষ যেরূপ সুবিস্তীর্ণ দেশ; এখানে যেরূপ নানা প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও নানা প্রকার সমাজের লোকের বাস এবং তাহাদের যে রূপ ভিন্ন২ স্বার্থ; এখানে যেরূপ নানা জাতীয় ও ক্ষমতাশালী করদ ও স্বাধীন রাজা সকল রাজ্য করেন, এবং তাহাদের রাজ্য শাসন প্রণালী যে রূপ ভিন্নঃ; আবার ভারতবর্ষ যেরূপ নানা বিদেশী রাজ সমুহ দ্বারা পরিবেষ্টিত, রুশিয়গণ যে রূপ দিন দিন ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এবং কাবুল প্রভৃতি প্রান্তস্থিত রাজাগণ যে রূপ কলহ প্রিয় ও চঞ্চল, তাহাতে কোন অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন, অসাধারণ রাজনীতি ও কৌশলাভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই এখানে সুশাসন করিতে পারিবেন না. কেহই সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবেন না। লর্ড লর্থ ব্রুকের রাজ্য শাসন সম্বন্ধে কোন স্বাভাবিক শক্তি আছে কিনা তাহা অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই। ইংলণ্ডে তাহাকে লোকে কেবল ধনের নিমিত্ত চিনে। কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত যেখানে যত কাজ করিয়াছেন সকলই অন্যের অধীন, নিজ ক্ষমতা প্রকাশের তেমন সুযোগ পান নাই। কেবল গত বৎসর মহা সভাতে সৈন্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতাতে তিনি ক্ষমতা প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্বন্ধীয় আর একটি বিষয়ে আমাদের বিস্তর ভরসা হইতেছে। আমাদের পরম হিতকারী বন্ধু বেণ্টিক সাহেব, যাঁহার প্রসাদাৎ ভারতবর্ষ এত উন্নত হইয়াছে, যাঁহার প্রসাদে দেশে বিদ্যাজ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে, যিনি দেশ হইতে সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দেন, তিনিও একজন ওলন্দাজ বংশোদ্ভুত। এবং তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ হল্যাণ্ডের যে গ্রামে বাস করিতেন লর্ড নর্থ ব্রুকের পূর্ব্ব পুরুষেরা সেই গ্রাম বাসী ছিলেন।

---


## বিজ্ঞাপন॥

মনোরমা নাটক।

সামাজিক বিষয়ক।

শ্রীমদন মোহন মিত্র প্রণীত

মূল্য ১ টাকা

বাল্মীকি যন্ত্রে ও সংস্কৃত ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়।


---

## পুস্তক প্রাপ্তি॥

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকলের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

(১) মনোরমা নাটক।

শ্রীমদন মোহন মিত্র প্রণীত।

(২) জামাই বারিক (প্রহসন)।

শ্রী দীন বন্ধু মিত্র প্রণীত।

(৩) শিক্ষা বিচার।

শ্রী যদু নাথ রায় প্রণীত।

(4) Science Association, By Dr. M L. Sarkar.

---

## সংবাদ।

মেডিকাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় ৪৭ জনের মধ্যে ত্রিশ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—বাঙ্গালোরে এক জন মুসলমান বিদ্রোহ সূচক বাক্য প্রয়োগ করাতে বিচারে আনীত হইয়াছে॥

—আলিপুর জেলে কয়েদিরা মধ্যে২ অবাধ্য হইয়া উঠে॥ সম্প্রতি একবার হইয়াছিল॥

—লণ্ডনে একটি নূতন ধরণের সভা সংস্থাপিত হইয়াছে॥ সম্প্রতি ইহার এক অধিবেশন হয়॥ সভা

পতি ইহার উদ্দেশ্য এই রূপ বর্ণন করেন ॥ যাহাতে খাদ্যাদি সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান জন্মে, সভার ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য ॥ সভা দ্বারা নূতন২ আহারীয় দ্রব্যও প্রচলিত করা হইবে ॥ পরীক্ষার্থে কতক গুলি ভোজ দেওয়া হইবে ও খাদ্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা করা হইবে। শ্রোতৃবর্গ যেমন বক্তৃতা শুনিবেন, তেমনি আহারীয় দ্রব্যাদি আস্বাদন করিয়া মতামত প্রকাশ করিবেন। বক্তাও যেমন বক্তৃতা করিবেন, তেমনি কি রূপে খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতে হয় তাহা রন্ধন করিয়া দেখাইবেন ॥ স্বস্তা দরে সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য সকল যাহাতে দরিদ্র শ্রমোপজীবি লোকের মধ্যে প্রচলিত হয়, তাহা করাও সভার উদ্দেশ্য থাকিবে ॥

— মান্দ্রাস্ প্রসিডেন্সীর জন সংখ্যা সাড়ে তিন কোটী।

—অমৃতসরে সর্দার দয়াল সিং পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটী বক্তৃতা দেন। এআর নূতন কি?

—রাণাঘাট হইতে আমাদের এক জন বন্ধু লিখিয়াছেন— "১১ চৈত্র শনিবার রাত্রি ১০ টার সময় পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের যে গাড়ী কলিকাতা হইতে চাকদা আসিয়াছিল, ঐ গাড়ীর গার্ড সাহেবের সহিত চাকদার ষ্টেশন মাষ্টারের সামান্য বচসা হওয়ায় মাষ্টার বাবু গার্ড সাহেবকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়াছেন ॥ রাণা ঘাটের ফৌজদারীতে উক্ত সাহেব সোমবারে এজাহার দিয়াছেন তাহাতে জানা গেল যে তাঁহাকে মারিবার সময় বিলক্ষণ রূপে বাঁধিয়াছিল, অনন্তর চেরা বাঁশের দ্বারা বেদম মারিয়া একটা ক্ষুদ্র ঘরে পুরিয়া চাবি দিয়া রাখা হয়॥ পরে কলিকাতা হইতে আর এক খানি ট্রেন আসে, উক্ত ট্রেনের গার্ড ও ড্রাইবার সাহেবেরা ষ্টেশন মাষ্টারকে চাবি খুলিয়া আহত ব্যক্তিকে বাহির করিতে বলেন, সে কথায় কর্ণপাত না করায় উক্ত সাহেবেরা চাবি ভাঙ্গিয়া সাহেবকে বাহির করত বগুলায় লইয়া যান॥ ষ্টেশন মাষ্টার গার্ড সাহেবকে উক্ত ষ্টেশনে রাখিয়া টিকিট মাষ্টারকে গার্ডের পদে নিযুক্ত করিয়া গাড়ি চালাইয়াছিলেন ॥ রেলওয়ে পুলিস, ষ্টেশন মাষ্টারকে সোম বারে চাকদার পুলিসে দিয়া যান, চাকদার পুলিস, উহাঁকে মঙ্গলবারে রাণাঘাটের ফৌজদারীতে অর্পণ করিয়াছেন॥ ষ্টেশন মাষ্টার আপাততঃ ২০০ শত টাকা তাইনের জামানতে আছেন॥"

—হাওড়া হইতে এক ব্যক্তি আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে "ইতি মধ্যে এক ব্যক্তি হাওড়ায় আসিয়া বৃহৎ একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করে॥ তাহার সঙ্গে ৪॥৫ জন কর্ম্মচারী ছিল॥ তাহার মধ্যের এক জন কর্ম্মচারী বাকুই পূরের কোন কৃপণ ধনী লোকের বাটীতে যাতায়াত করিয়া তাহার সহিত আত্মীয়তা করে॥ কর্ম্মচারী একদিন উক্ত ধনীকে বলে যে হাওড়ায় একটী নবাব আসিয়াছেন, সে তাহার দেওয়ান॥ কোন পল্লি গ্রামে, যেখানে ভদ্র লোকের বসতি এবং স্থল ও জল উভয় পথের সুবিধা সেখানে তিনি বাঁধা ঘাট, বাজার ও এক আড়ত করিবেন সংকল্প করিয়াছেন॥ এক্ষণ কোন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি পাইলে উক্ত কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত তাহার হস্তে টাকা দেন॥ কৃপণ ধনী এই কথা শুনিয়া হাওড়ায় আসেন॥ কথিত নবাব তাঁহাকে এক শত টাকা দিয়া বলে যে আপনি প্রকৃত ধনী কি না তাহা আমি জানি না॥ কল্য যদি তিন হাজার টাকা আমাকে দেখাতে পারেন তবে আপনার হস্তে আমি টাকা দিতে পারি॥ ধনী এক শত টাকা পাইয়া কোন সন্দেহ করিলেন না, পর দিন তিন হাজার টাকা লইয়া নবাবের নিকট আইলেন॥ নবাব টাকা গুলি লইয়া তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্রের দ্বারা বিদায় করিয়া দিলেন॥"

— মান্দ্রাস ষ্ট্যানডাডের পোর্ট ব্লেয়ারস্থ এক জন পত্র প্রেরক বলেন যে, তথাকার এক জন কয়েদী কোন সামান্য কর্ম্মচারিকে কুড়ালি দ্বারা, এবং আর এক জন কোন ইউরোপীয় ওভারসিয়ারকে লোহার বাঁট দিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হওয়ায়, তাহাদের দুই জনের ফাঁসি হইয়াছে।

— পঞ্জাবের লেঃ গবর্ণর যখন অমৃতসরে থাকেন, সেই সময় এক জন সিবিল কর্ম্মচারী এক খান বাঁশ হাতে করিয়া ঘরে ঘরে বেড়ান এবং যাহার সহিত দেখা হয় তাহকেই বলেন যে এই বাঁশ এক খান ভয়ানক অস্ত্র কি না? তথাকার সিভিল সার জনের প্রতি এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে তিনি যেন উক্ত বায়ু গ্রস্থ সাহেবের উপর দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু তাহাকে যেন অবরুদ্ধ করা না হয়।

—নিউ ইয়র্ক নগরে তামাকের কর পাঁচ কোটী টাকা সংগৃহীত হয়॥

—গাজিপুরে এবার পোস্তডেডীর ফসল এত যথেষ্ট হইয়াছে যে অহিফেণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে

—ইণ্ডিয়ান ফাইনেন্স কমিটীতে জেনারেল পিয়ার্স সাহেব সাক্ষ্যদেন যে ভারতবর্ষের সেনা সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারীগণের এক চতুর্থাংশ লোক প্রায় ইংলণ্ডে থাকিয়া ভারতবর্ষ হইতে বেতন প্রাপ্ত হন।

— গ্রেহাম সাহেব তাঁহার আসন পরিত্যাগ করাতে লর্ড ইউলিক ব্রাউনকে বেঙ্গাল কাউন্সেলের মেম্বর পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে॥

— ইউরোপীয় কতক গুলি মিঠা জলের মাছ উটা কামাণ্ডে প্রচলিত করা হইয়াছে॥ মৎস্য ভক্ষণ করিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বাঁচিয়াআছে সুতরাং দেশ বিদেশে যাহাতে নানা বিধ সুখাদ্য মৎস্যের প্রচলন হয় তাহা করিতে পারিলে জগতের একটী প্রকৃত মঙ্গল করা হয়। রাড, টেল্স প্রভৃতি ইউরোপীয় মৎস্য শুনিতে পাই ভারি সুস্বাদু॥ ভারতবর্ষে কি ঐ সকল মৎস্যের প্রচলন কয়া যায়?

— সংবাদ পত্র সকলকে লাইবেলের মোকদ্দমা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লণ্ডনে একটি সমাজ সংস্থাপিত হইতেছে॥ অনেক সময় তুচ্ছ কারণে সমাচার পত্রিকা সম্পাদক গণের ভারি বিপদাপন্ন হইতে হয়॥ এমন লোক আছেন যাহারা মিছামিছি লাইবেল মোকদ্দমা আনিয়া সংবাদ পত্র সকলকে বিরক্ত ও তাড়না করেন॥ যাহাতে এটী নিবারিত হয়, প্রস্তাবিত সমাজের উহাই প্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে॥ এরূপ এক টী সমাজ দ্বারা যে কত দূর উপকার হওয়ার সম্ভাবনা তাহা বলা যায় না॥

— আমাদের লেঃ গবর্ণর পুলিসের আসিষ্টাণ্ট সুপারিনটেনডেণ্ট আর নূতন নিযুক্ত করিবেন না। যাহারা এখন উক্ত পদের উপযুক্ত আছেন, তাহাদিগকে ডিপুটীমাজিষ্ট্রেটী প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে। যদি কোথায় কোন পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্টের সহকারীর আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ডিপুটীমাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্য হইতে কাহাকেও সেই কার্য্যের নিমিত্ত পাঠান হইবে। আবার পুলিশ-সুপারিনটেনডেণ্ট পদ নব্য সিভিলিয়ান কি ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগকে দেওয়া হইবে। লেঃ গবর্ণর এক নিশ্বাসে একেবারে চারিদিকে ভাঙ্গিতে চুরিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

—দিল্লীগেজেট বলেন যে লক্ষ্ণৌতে উকীলদিগের একটী সভা হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য, উকীলদিগকে শিক্ষা দেওয়া কিরূপে তাঁহারা স্বদেশীয়দের নিকট প্রকৃত উপকারী হইতে পারেন; তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম নীতি শিক্ষা দেওয়া, এবং তাঁহাদিগের মনে এই বিষয় জাগরুক করিয়া দেওয়া যে তাঁহারা ন্যায় বিচারের উৎকর্ষ সাধনার্থে কার্য্য করেন।

—কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের আডভোকেট জেনারেলের পদ শূন্য হওয়ায় লাহোরের কনিংহাম সাহেব উক্ত পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতার বারিষ্টারদিগের মধ্য হইতে কাহাকেও উক্ত পদে মনোনীত করা হয় না বলিয়া তাঁহারা সকলে ইহার প্রতিবাদ করেন। ইংরাজ সম্পাদকেরাও সকলে কনিংহামের বিপক্ষে লিখিতে থাকেন। গবর্ণমেণ্ট এখন তাঁহাকে মান্দ্রাসে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এদেশী ইংরাজগণের কথা আর আমাদের কথার মত তুচ্ছ করিতে পারেন না।

—বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকট একজন মুসলমান একখান দরখাস্ত হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সে ধৃত হইলে বলে যে গবর্ণর সাহেবের নিকট সে এক দরখাস্ত দিতে আসিয়াছে॥ তাহার বাড়ী পুনায়। এব্যক্তিকে উন্মাদ বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

— অমৃতসরের সর্দার দয়ালসিং প্রভৃতি প্রধান প্রধান সিকেরা পঞ্জাবের লেঃ গবর্ণরের নিকট উপস্থিত হইয়া সকলেই একবাক্যে প্রকাশ করেন যে কুকাদের আচরণ তাঁহারা অত্যন্ত ঘৃণার সহিত দৃষ্টি করেন। উক্ত সম্প্রদায় লোকের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

—ভারত বর্ষে ফরাসীসদের যে পাঁচটী নগর অধিকৃত আছে সেসমুদায়ের পরিমাণফল ১৮৭ বর্গ মাইল, জন সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ আট হাজার এবং বার্ষিক রাজস্ব ছয় লক্ষ টাকা।

---

## পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায়—হরিহর পাড়া, লিখেন যে, কোন জমীদার যে সকল লোক হাটের রাস্থায় বসিয়া জিনিশ বিক্রয় করে তাহাদের নিকট হইতে কর লইয়া থাকেন॥ এটী গবর্ণমেণ্টের হুকুমের বিপরীত॥ পত্র প্রেরক উক্ত জমীদার সম্বন্ধে আর যাহা লিখিয়াছেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে আমরা তাঁহার পত্র প্রকাশ করিতে পারিনা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়—মুঙ্গের। আপনি এই বিষয় অনেক লিখিয়াছেন। এখন বোধ হয় উহা আর সাধারণের নিকট তত প্রীতিকর হইবে না।

কস্যচিৎ বাকুইপুর নিবাসিনঃ। এমন সামান্য বিষয় লইয়া সংবাদ পত্রে আনন্দোলন করিলে বড প্রীতিকর হইবে না।

শ্রীহর গোস্বামী—গৌহাটি। একটী অপঘাত মৃত্যু তদারকে কোন এক দারোগা স্ত্রীগণের উপর ভয়ানক অত্যাচার করেন। প্রমাণাভাবে আমরা পত্র খানি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কিন্তু এবিষয়টি যদি প্রকৃত হয় তবে উহা অবিলম্বে গৌহাটিস্থ কর্ত্তৃ পক্ষীয় গণের গোচরে আনা কর্ত্তব্য।

এক জন ক্ষুদ্রচাকুরিয়া—গোয়াল পাড়া। উক্ত স্থানে কয়েক সম্প্রদায় গায়ক যাওয়াতে অল্প বেতনের লোকদের ভারি কষ্ট হইয়াছে। পত্র প্রেরক উপদেশ দেন যে যাঁহারা গান দেন তাঁহারা নিমন্ত্রণ দ্বারা অন্যের টাকা না দেওয়াইয়া নিজ হইতে দিলে সকলই সন্তুষ্ট হয়।

শ্রীঘনেশ্যাম দাস—লিখেন যে গৌহাটিতে অগ্নিকাণ্ড দ্বারা যে সকল দরিদ্র লোকের ক্ষতি হইয়াছে তাহাদের সাহায্যার্থে শ্রীযুক্ত বাবু রামদয়াল রায়, শ্রীযুক্ত বাবু চিদানন্দ চৌধুরি, শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মী লাল এবং অন্যান্য ২।৩ জন ব্যক্তি চাঁদা সংগ্রহ করিতে মনোযোগী হইয়াছেন॥

---

## বিবিধ

### GOVRNMENT RESOLUTION.

*Dated the 1st April,*

I purpose to recapulate in this Resolution what I have said regarding the qualifications of those men who intend to enter the subordinate Executive service. The State, it must be known, is a ponderous machine, if I may be allowed to use the metaphor and it requires a great deal of physical force to move it. I want stout and strong Deputy Magistrates and Collectors strong enough to be able to move the machinery which I have the honor to

have under my charge. They must know to ride, if only to keep up the habit. Every Deputy must keep a strong and vicious horse upon which he must come to the office at a Railway speed. As soon as the horse has become tame after constant employment it must be disposed of for a more wicked one if possible and the Commissioner of the Division shall report to the Government every month whether the horses kept by the Deputies in his Division are really vicious or not. A Deputy magistrate with a tame horse must be instantly degraded. I will take this opportunity to lay down rules to distinguish a wicked from a quiet horse. No horse is to be called vicious which does not throw off its rider at least once a week. A vicious horse is indispensible, for it is no exercise to ride quiet horses and without good exercises the Deputies cannot be strong and therefore move the ponderous state machinery. The next quality which is absolutely necessary is that of walking. Running is a symbol of the progress that the country is making under me. Whoever runs therefore does the State a great service. Of course every body walks who is not a cripple but what I want is rapid walking about 12 miles an hour without stopping. Great consideration will be shown and much allowance made to those Deputies who have broken their legs by a fall form their horses, but in general every Deputy must habituate himself to fast walking. This can be easily done by going round the Office buildings at the rate of 12 miles per hour. It is better to lay down definite rules on this subject. After the disposal of each case the Deputies must go round the Office building twenty times. The magistrate shall see that this is faithfully done. I insist upon the qualification of walking, at least the Deputies must possess a pair of legs each 4 cubits and 9 inches long. That will be a safe criterion to judge their powers of walking. Deputies with short legs must allow them to be lengthened by government with all the means in its power. I will not be hard to the Deputies. I will not insist upon other minor qualifications, such as history, English literature, philosophy, logic, poetry, or law but they must know surveying. A knowledge of surveying is almost as indispensible as that of walking. The turbans now used by the Deputies are very good things, they must always carry two pairs of compasses behind their ears, the turbans will serve to keep them firm. These compasses the Deputies must always carry as also a Gunter's chain behind their pantaloons. These compasses, when in Office may be usefully employed in measuring the *nuthees* but an expert Deputy may employ both the compasses and chain in cross examining witnessess accurately.

A copy of this Resolution shall be sent to all the Divisional Commissioners and to the Editor *Amritabazar Pattrika* for publication.

## প্রেরিত।

### মিউনিসিপাল ট্যাক্স।

মহাশয়, আমি মাসিক স্বল্প মুদ্রা বেতনের চাকর সদা সর্ব্বদাই গোলযোগ। মনেত সুখ হবার যো নাই। ঘরে বাজারের পয়সা থাক্ আর নাই থাক্ নিয়মিত বেলা ১০ টার সময় রীতি মত পাণ্টুলন চাপ কান পরে পান চিবুতে২ ঊর্দ্ধ শ্বাসে আপিসে চল্লাম। লোকে যা বলুক মনে২ এমনি ভয় যে সমস্ত রাস্তাই চিন্তা কর্ত্তে২ যাচ্ছি যে পাছে দেরি হয়। আপিসে দেরি হলে হয়ত সরকুলার বেরবে নয়ত পষ্টাপষ্টি গালাগালিই দেবে। কারণ বাঙ্গালি অতি নিরীহ ভাল মানুষ, আজ কাল ভাল মানুষের কাল নয়। গালাগালিত সহ্য কচ্ছি কিন্তু এবার হাতে না মেরে ইংরেজরাজ আমাদিগকে ভাতে মারবেন তার চেষ্টা কচ্ছেন। একে আক্রা গণ্ডার সময় আমার মত অল্প বেতন ভোগীদের পাণ্টুলন চাপ কানের পয়সা যোড়ে না। তায় আবার মিউনিসিপাল নূতন ট্যাক্স হবে শুনে পর্য্যন্ত পেটে কিল মেরে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছি॥ উপায় কি হবে তা জগদীশ্বরই জানেন। মিউনিসিপাল ট্যাক্স দিই বটে কিন্তু দুই প্রহর বেলা রাস্তাতে দুই হাত অন্তরের লোক চেনা যায় না এমনি ধুলো। কিন্তু ইংরেজ টোলায় জল ছিটান হয়। গ্রীষ্ম কালে জল জল করে প্রাণ ওষ্ঠাগত, ভরসার মধ্যে রাজার দিঘি, খড়ে নদী ও সতৃষ্ণ নয়নে মিউনিসিপালের সঞ্চিত টাকার প্রতি দৃষ্টিপাত। না জানি নূতন বিল পাস হলে কি উপকারই হবে। আমাদের ক্যাম্পবেল সাহেবের উদ্দেশ্য ভাল। আমাদের শাসন কার্য্য শিক্ষা দিবেন। কিন্তু অনাহারে মরি, শাসন কার্য্য শিখে পরকালে সাক্ষি দিবে না। এমন শিক্ষায় আমাদের কাজ নাই। ভিক্ নেহি মাঙ্গতা কোত্তা বোলায় লেও।

টাকা এই কটী, নানা প্রকার খরচ পত্র॥ তার পর আবার নূতন২ ট্যাক্স। মাস কাবার হবার পূর্ব্বে যে কিরূপে চলে তা জগদীশ্বর তিনিই জানেন। এর উপর নূতন ট্যাক্স দিতে আমিত অসমর্থ।

দুঃখের বিষয় এই যে খবরের কাগজ কখানি এমন সময় প্রায় বিকারের রোগীর ন্যায় বাক্ শক্তি হীন হয়ে পড়েছে। হিন্দু পেট্রিয়ট দুই এক কথা বলেছেন। এদিকে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। পেটের ভাত কম পড়ে যাচ্ছে। মিরর ক্ষুধিত পেটে চাদর বেঁধে নৃত্য করছেন, রাত্রি এগারটার সময় একস্ট্রা অর্ডিনারি বেঙ্গল বিবাহ বিল পাস হয়েছে॥ খেয়ে বিবাহ হবে তা একবার ভাবছেন না॥ আপনি গরিব গণের জন্য দুকথা বলে থাকেন॥ এবারও বলবেন আমি আর মিছে বকাম না করে দুঃখের কান্না কাঁদতে২ টেক্স পাস হলে আহারীয় দ্রব্য মধ্যে কি২ পরিত্যাগ কর্ত্তে হবে ভাবি॥ এস্থলে দুঃখের একটী গান কল্লেও বোধ হয় বেয়াদবী হবে না॥

আউলের সুর॥

টেক্সের জ্বালায় প্রাণ বাঁচান হল ভার॥ ভেবে মরি, কোথা যাব গো আর॥ একে চৌকিদারী, দিতে নাহি পারি, তার উপরে আছে জমিদারী; আবার আছে ইনকম তায়, প্রাণ বাঁচান দায়, কত বোঝা ঘাড়ে সহিবে আর॥ শেষে শেষ কর, অতি ক্লেশ কর, করতেছে পাস যত আইন কর; এখন টেক্স শাকে মাচে, উদ্দেশ্য করেছে, ভিটেতে ঘু ঘু চরাবে প্রজার॥

কৃষ্ণনগর ২৬ মার্চ্চ

একান্ত বশম্বদ শ্রী দি কা রা

### পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি ও পোষ্টমাষ্টার জেনেরল।

মহাশয়, আমাদিগের দয়াবান গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিতার্থে স্থানে২ পোষ্টাফিশ সংস্থাপন করিয়া বহুল উপকার সাধন করিয়াছেন। এবং কোন কোন প্রদেশে রেলওয়ে কোম্পানিও তাহাদের কার্য্যারম্ভ করিয়া, গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ও শীঘ্রতার পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু আবার কোন কোন স্থানে রাজপুরুষগণের ও রেলওয়ে কোম্পানির অনবধানতা প্রযুক্ত এ বিষয়ে সাধারণের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। রাত্রিতে কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ ও গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতা, দুই খান মেলট্রেণ গতায়ত করে। ঐ দুইট্রেন সকল ষ্টেশনে থামে না। কলিকাতা হইতে কুমার খালীতে যে ডাক রওয়ানা হয়, তাহা, কুমার খালীতে মেল ট্রেন স্থগিত না হওয়াতে, সেই রাত্রিতে পাংশা ষ্টেশনে আসিয়া থাকে। পর দিবস বেলা ১২টার সময় গোয়ালন্দের প্যাসেনজারস্ ট্রেনে কুমার খালীতে পৌঁছে॥ মহাশয়, কুমার খালীতে অনেক ধনী মহাজনের বাস, ইহাদের চিঠী পত্র, একটু বিলম্বে আসিলেও যে ব অনিষ্ট হয়, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। এক্ষণে আমরা যে পত্র দেড় দিনে পাইতেছি যদি রেলওয়ে কেম্পানি কুমার খালিতে গাড়ী স্থগিত করেন তাহা হইলে আমরা সেই রাত্রেই, নিতান্ত পক্ষে পর দিন প্রাতে পাইতে পারি॥ এই নিয়মটী প্রচলিত না থাকাতে মহাজনেরা অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন॥ আমাদের বিজ্ঞবর পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল মেঃ টুইডী মহোদয় এই অসুবিধাটি যাহাতে দূর হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ বিধান করিয়া সর্ব্ব সাধারণের উপকার সাধন করুন॥ নচেৎ আমাদিগকে ভবিষ্যতে আরও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে॥ রেলওয়ে কোম্পানির পক্ষেও এ স্থানে গাড়ী লাগাইলে, কোন ক্ষতির সম্ভাবনা বোধ হয় না॥ কারণ যখন পাংসা ষ্টেশনে গাড়ী লাগাইতেছেন, তখন এ স্থানটি সে স্থান হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে, বরং পাংসা ষ্টেশন চেয়ে কুমার খালীতে অধিক মালামাল ও যাত্রীর সমাগম হয়॥ এবং রাত্রিতে এস্থানে গাড়ী থামিলে যে তদ্রূপ কিম্বা তদপেক্ষা অধিক হইবেক তাহাতে আর সংশয় নাই॥ উপসংহার কালে আমাদের প্রার্থনা এই যে এজেণ্ট মেঃ প্রেষ্টেজ মহোদয় এ বিষয়ে আমাদের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করেন॥

কুমার খালী ১৭ই চৈত্র ১২৭৮

শ্রী এন, সি, পি।

### পোষ্টাফিস।

মহাশয়, বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে আমরা এক্ষণে যত সুবিধা পাইতেছি, তন্মধ্যে পোষ্টাফিস একটী। অগ্রে এক খানি পত্র পাইতে কত আয়াস, যত্ন, ও অর্থব্যয় হইত; কিন্তু এক্ষণে অর্দ্ধ আনা মাত্র ব্যয়ে কত দূর হইতে আত্মীয় গণের সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতেছি। কিন্তু আমাদের একটী অসুবিধার বিষয় প্রকাশ করিতেছি। অনেক দিন অতীত হইল যাহাতে জাগুলী ও সুবর্ণপুর পোষ্ট কিস হইতে দুই দিনে জামালপুরে পত্র আইসে, তজ্জন্য পোষ্ট মাষ্টার জেনেরেলের নিকট আবেদন করি। তাহাতে তিনি অনুগ্রহ করিয়া হুগলি দিয়া আমাদের পত্র আসিবার ব্যবস্থা করেন, এবং২ আমরাও দুই দিনে পত্র পাইতাম। কিছু দিন পরে এমনি বিশৃঙ্খল হইল যে ৪। ৫ দিনের ন্যূনে আর পত্র পাই না, আমরা ইনভেলাপ গুলি পোষ্টমাষ্টার জেনেরেলের নিকট পাঠাইয়াছি, কিন্তু অদ্য তিন মাস পর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তর পাইলাম না বা ডাকের কোন সুবিধা হইল না। হুগলী হইতে ৭ টা ৯মিনিট অথবা ১১ টা ২৭ মিনিট রাত্রিতে মেল জামাল পুর আসিবার জন্য ছাড়ে, সুতরাং অন্ত অন্ততঃ আটটার পর অথবা ১০ টার সময় ডাকা জাগুলি ও সুবর্ণ পুর হইতে পাঠাইলে কল্য প্রত্যুষে আমরা বৈকালে জামাল পুরে পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কেন যে ৪। ৫ দিন বিলম্ব হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না॥ প্রত্যুষে ডাক সুবর্ণপুর কম্বা জাগুলি হইতে পাঠান হয় বলিয়া তাহার পূর্ব্ব দিনে পত্র না লিখিলে আর ডাকে দেওয়ার সুবিধা হয় না, সেই জন্য আমাদের পত্র আর এক দিন বিলম্ব হয়, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে, দশটার সময় ডাক প্রেরণ করিলে আমাদের আরো সুবিধা হয়। যাহা হউক যদি পোষ্টমাষ্টার জেনেরল আমাদের এই অসুবিধার প্রতি একটু দৃষ্টি পাত করেন তবে আমরা কৃতার্থ হইব।

মুঙ্গের॥

বসম্বদ শ্রীজ গবন্ধু বন্দোপাধ্যায়।

## বিজ্ঞাপন

সর্পাঘাত

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা [illegible]রন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মূল্য সমেত ডাক মাশুল ।৵ ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়

কলিকাতা বহুবাজার

## সঙ্গীত শাস্ত্র প্রথম ভাগ॥

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানাবিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ডব্রাদার্সদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে মূল্য ॥০ ডাক মাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিশন পাইবে।

শ্রীনীলচন্দ্র ভটাচার্য্য

যশোহর অমৃত বাজার।

## সঙ্গীত সমালোচনী।

আমরা সঙ্গীত সমালোচনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার সংকল্প করিয়াছি। কতক গুলি গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই ইহা প্রকাশ করা যাইবে। কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তাগণ এই পত্রিকা চালাইবেন। ইহাতে যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত সমুদয় বিষয়ক প্রস্তাব বিস্তাররূপ লিখিত থাকিবে। গীত, সেতারা, মৃদঙ্গ এস্রাজ প্রভৃতি যিনি যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্রিকার সাহায্যে শিখিতে পারিবেন। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ।০ চারি আনা। গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাবু হর মোহন ভট্টাচার্য্য অথবা অমৃত বাজার পত্রিকার প্রকাশকের নিকট মূল্য পাঠাইবেন।


আগামী ৬ই বৈশাখ শ্রীরামনবমী বুধবার পাবনা ব্রাহ্ম সমাজের সপ্তম সাম্বৎসরিক হইবে॥

তৎপর দিবস প্রাতে পাবনা কন্যা বিক্রয় নিবারনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা হইবে এবং অপরাহ্ণে বিধবা বিবাহ প্রচারিনী সভার বিশেষ অধিবেশন হইবে।

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ, কন্যা বিক্রয় নিবারণের সপক্ষ গণ ও বিধবা বিবাহের বন্ধুগণ অনুগ্রহ করিয়া ২।১ দিবস পূর্ব্বে উপস্থিত হইলে চিরবাধিত হইব।

আমরা প্রশস্ত হৃদয়ে দেশীয় ও বিদেশীয় কল সম্প্রদায়ী লোককে আমাদিগের উৎসবে আহ্বান করিতেছি।

পাবনা } শ্রীবানী চন্দ্র রায়।
উপাচার্য্য॥
২৭৮ } পাবনা


উজীর পুত্র।

or

The Mysteries of the Court of ShahJehan

প্রথম পর্ব্ব, মূল্য ৸৵০ আনা, ডাকমাশুল ৵০ কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকটে প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

A. Novel full of Mysteries in Bengali.

আমার গুপ্ত কথা, দ্বিতীয় পর্ব্ব, মূল্য ৮৵ আনা ডাকমাশুল ৵০ আনা। তৃতীয় পর্ব্বের ৬০সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে; প্রতি সংখ্যার মূল্য অর্দ্ধআনা। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকটে প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণঘোষ

ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত। কৃষ্ণচন্দ্ররায় প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে পাওয়া যায়। মূল্য ।৵ মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

বামা রচনাবলী।

এদেশীয় বামাগণের নানা বিষয় ঘটিত উৎকৃষ্ট রচনা সকল সংগৃহীত হইয়া হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে পুস্তক খানি ২৫ ফরমা এবং উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রতি খণ্ড উৎকৃষ্ট বাঁধা মূল্য ১৲ টাকা এবং সামান্য বাধান মূল্য ৸০ আনা।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রিট।


আমরা যশোহরে একটি ব্রাহ্ম সমাজ একটি মদ্যপান নিবারণী সভা ও একটী দরিদ্র হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি। যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি ইহার সকল কয়েকটীতে কিম্বা কোন একটিতে যোগ দিতে অথবা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন পত্র দ্বারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র

গৌরনগর ডাক ঘর।

১৮৭২। ২৭ শে ফেব্রুয়ারি!


## বিজ্ঞাপন॥

চরিতাষ্টক মূল্য ।৵০ } (১) রাজাকৃষ্ণ চন্দ্ররায়, (২) ভারত চন্দ্র রায় (৩) জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (৪) কৃষ্ণ পান্তী, (৫) রাজারাম মোহন রায়, (৬) মতিশীল, (৭) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৮) পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়। ইহাঁদের জীবন॥

পদ্য ময় ইহা প্রথমশিক্ষার্থী বালকগণের জন্য মূল্য ৵০ সহজ বিষয়ে সরল কবিতায় রচিত। এ সকলপুস্তক রাণাঘাটে আমার নিকট এবং কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটীতে,সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। শ্রীকালীময় ঘটক


বিধবা বিবাহ।

২২ বৎসর বয়স্কা ভদ্র বংশীয়া একটী বিধবা শুণ্ডিক কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহিতা হইতে সম্মতা আছেন। ইনি সুশ্রী এবং সচ্চরিত্রা। যাঁহার এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানার প্রয়োজন, তিনি জেলা পাবনার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার নিকটে নিঃশঙ্ক চিত্তে পত্র লিখিবেন।

যাঁহার অন্য স্ত্রী আছে অথবা যিনি স্ত্রীর ভ[illegible] পোষণ নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম তাঁহাদের [illegible]বিষয়ে পত্র লেখা অনাবশ্যক।


জ্বর ও প্লীহার ঔষধ।

এক শেরী বোতল।

মূল্য ১৷০

আরাম হইতে এক কি অর্দ্ধ বোতল লাগিবে।

কলিকাতা, চোর বাগান ২নং বাটীতে পাওয়া যায়।



অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

| | কলিকাতার নিমিত্ত | মফঃস্বলের নিমিত্ত |
|---|---|---|
| বার্ষিক | ৬॥০ | ৮ |
| ষাণ্মাষিক | ৩৸০ | ৪॥০ |
| ত্রৈমাসিক | ২৷৵০ | ২৸০ |
| এক খণ্ড | ।০ | ।১০ |

অনগ্রিম মূল্য।

| | | |
|---|---|---|
| বার্ষিক | ৮॥০ | ১০ |

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি।

| | |
|---|---|
| প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার | ৵০ |
| চতুর্থ ও ততোধিকবার | ৴০ |


## পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার॥

নাম গিরীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বয়স ৩৩।৩৪ বৎসর, গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর থাকিতেন, কথা সেখানকার ন্যায়, নিবাস বশহর, গৌর বর্ণ, তোতলা, সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মুখে পারার চিহ্ন বাহির হইয়াছে। খাট চুল, অল্প গোঁপ, মোক্তারি কর্ম্ম করিতেন; যদি কেহ ইহার ঠীকঠাক সন্ধান লিখিতে পারেন, অমৃত বাজার পত্রিকার আফিসে লিখিলে ৫০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যশোহর


গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত টাকায় অর্দ্ধ আনা কমিশন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার হিদেরাম বন্দ্যাপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।